বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থবছর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১ অর্থবছর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

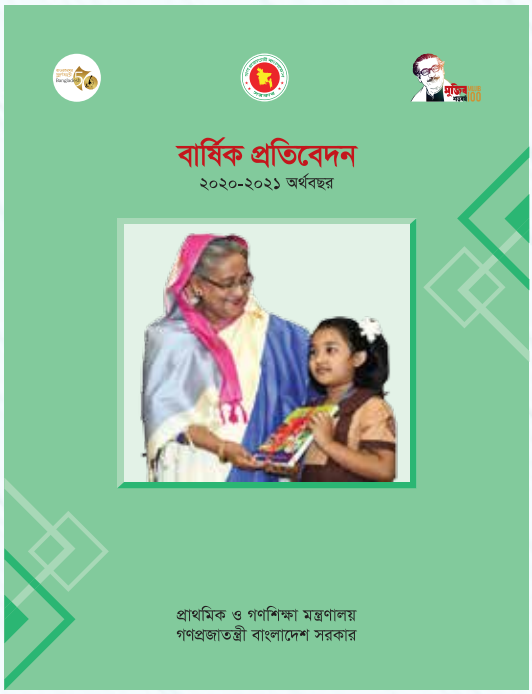

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থবছর

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মোঃ মোশাররফ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট)
শাহনাজ সামাদ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

প্রকাশক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

১৪ নভেম্বর ২০২১

স্বত্ব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ

অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
১১১ নয়াপল্টন (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০

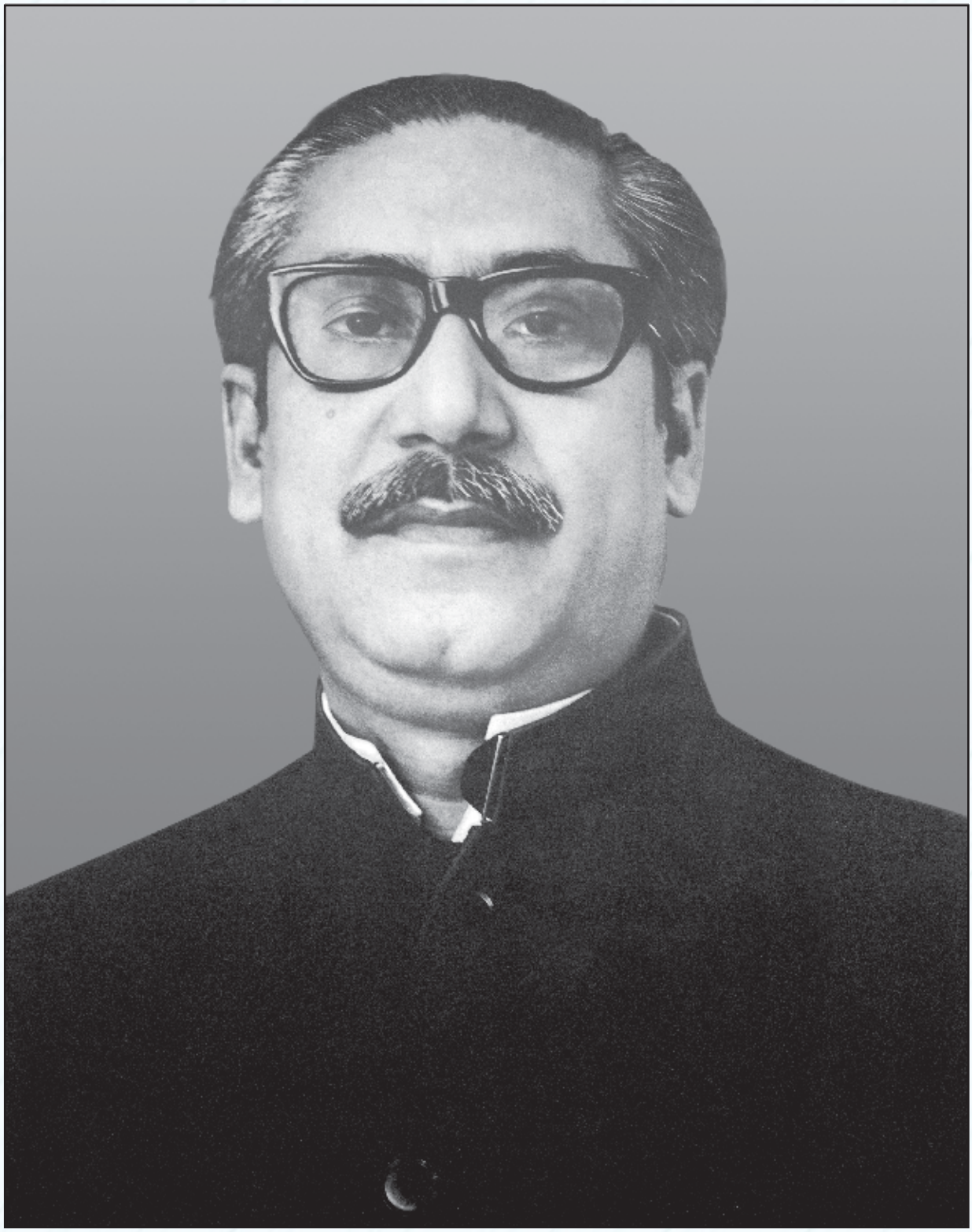

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত বছরের কার্যক্রমের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকুরী সরকারিকরণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১,০৫,৬১৬ জন শিক্ষকের চাকুরী সরকারিকরণ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান এবং মায়েদের মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছানো, শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করার পাশাপাশি আরও অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পরার হার হ্রাসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে।

জাতির পিতা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। একটি মেধাবী ও সুশিক্ষিত জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত হবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে; এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন সবার কাছে সমাদৃত হোক এ প্রত্যাশা রইলো এবং এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

(মোঃ জাকির হোসেন, এমপি)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
১.০	সূচনা	১৫
১.১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১৫
১.২	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	১৫
১.৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	১৬
১.৪	'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১৭
১.৫	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম	১৯
১.৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	২০
১.৭	প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র	২০
১.৮	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীসংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২০ অনুযায়ী)	২১
১.৯	প্রাক-প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীসংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২০ অনুযায়ী)	২২
১.১০	শ্রেণিভিত্তিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি তথ্য (২০২০)	২২
১.১১	গ্রস (Gross) ও নিট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০২০)	২২
১.১২	ঝরেপড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার	২৩
১.১৩	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	২৩
১.১৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার	২৪
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	
২.০	পটভূমি	২৬
২.১	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	২৬
২.২	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম	২৭
২.৩	এক নজরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি	৩০
২.৪	SLIP (School Level Improvement Plan) ও UPEP (Upazela Primary Education Plan) কার্যক্রম	৩১
২.৫	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	৩১
২.৬	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচি	৩১
২.৭	'ঘরে বসে শিখি' পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম	৩২
২.৮	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি	৩২
২.৯	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি	৩৩
২.১০	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩৩
২.১১	তথ্য ব্যবস্থাপনা	৩৪
২.১২	প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক কাজ	৩৪
২.১৩	এক নজরে প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম	৩৪
	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	
৩.০	ভূমিকা	৪৫
৩.১	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা	৪৫
৩.২	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	৪৫
৩.৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যাবলি	৪৫
৩.৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)	৪৬
৩.৫	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি	৪৬
৩.৬	বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন	৪৯
৩.৭	আর্থিক ব্যবস্থাপনা: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর রাজস্ব খাত)	৫০
৩.৮	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কোভিড-১৯ সময়কালীনসহ)	৫০
৩.৯	মনিটরিং কার্যক্রম	৫০
৩.১০	তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫০
৩.১১	ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি	৫০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
৩.১২	জীবন-ব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি	৫০
	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)	
৪.০	ভূমিকা	৫৩
৪.১	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সাংগঠনিক কাঠামো	৫৪
৪.২	নেপ বোর্ড অব গভর্নরস	৫৪
৪.৩	নেপ বোর্ড অব গভর্নরস -এর সদস্যগণের তালিকা	৫৪
৪.৪	নেপ এর কর্মপরিধি	৫৫
৪.৫	অনুষদসমূহ	৫৫
৪.৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন	৫৫
৪.৭	ডিপিএড ও সি-ইন-এড কার্যক্রম	৫৬
৪.৮	এক নজরে নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (২০২০-২০২১)	৫৮
৪.৯	নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ	৫৮
৪.১০	প্রকাশনা	৫৯
৪.১১	মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা	৫৯
৪.১২	মনিটরিং ও সুপারভিশন বিষয়ক	৬০
৪.১৩	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৬০
৪.১৪	উপসংহার	৬০
	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	
৫.০	ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা	৬৩
৫.১	ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬৩
৫.২	ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন	৬৩
৫.৩	ট্রাস্টের জনবল	৬৩
৫.৪	ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ	৬৩
৫.৫	ট্রাস্ট বৃত্তি কার্যক্রম	৬৪
৫.৬	সমাপনী পরীক্ষা	৬৪
৫.৭	বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি	৬৪
৫.৮	ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ	৬৪
৫.৯	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৬৪
৫.১০	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ট্রাস্টের কার্যক্রম	৬৪
৫.১১	শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি কার্যক্রম	৬৫
৫.১২	সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি	৬৫
৫.১৩	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৬৫
৫.১৪	২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণ	৬৫
৫.১৫	শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন	৬৫
	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	
৬.০	ভূমিকা	৬৯
৬.১	উদ্দেশ্য	৬৯
৬.২	জনবল	৬৯
৬.৩	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ইউনিটের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬৯
৬.৪	অর্গানোগ্রাম	৭০
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্পর্কিত কমিটি	

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(এপিএসসি ২০২০ অনুযায়ী)

ক্র: নং	বিষয়	সংখ্যা		
মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়				
০১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫,৫৬৬		
০২.	বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪,৮৪১		
০৩.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫		
অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত				
০৪.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৭,১৯৮		
০৫.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,০০৫		
০৬.	ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫,৮৮২		
০৭.	কিন্ডার গার্টেন	২৯,৮৯৭		
০৮.	এনজিও পরিচালিত স্কুল	৪,৬১৯		
০৯.	এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র	৯,৫৯২		
১০.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩,১৯৭		
১১.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,৩৩,০০২		
	শিক্ষক	পুরুষ	মহিলা	মোট
১২.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৩১,৫৬৯	২,৩৫,৯১১	৩,৬৭,৪৮০
১৩.	অন্যান্য শিক্ষক	১,৬১,৯২৯	২,১১,০৬২	৩,৭২,৯৯১
১৪.	মোট শিক্ষক	২,৯৩,৪৯৮	৪,৪৬,৯৭৩	৭,৪০,৪৭১
	শিক্ষার্থী	বালক	বালিকা	মোট
১৫.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৫৯,৩০,৫৬২	৬৪,৯১,২২০	১,২৪,২১,৭৮২
১৬.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৪৬,২৯,৬৭৮	৪৫,০০,২৩১	৯১,২৯,৯০৯
১৭.	মোট শিক্ষার্থী (প্রাক-প্রাথমিকসহ)	১,০৫,৬০,২৪০	১,০৯,৯১,৪৫১	২,১৫,৫১,৬৯১
১৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৯,৬৩,৯৬০	১৯,৮৩,৮৯২	৩৯,৪৭,৮৫২
১৯.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১,১৩,৪১৯		
২০.	৬-১০ বছর বয়সি বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা	১,৬৭,৮৯,৫৭৭		
২১.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা	১,৬৪,২২,৬৮২		
২২.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা	৩,৬৬,৮৯৫		
২৩.	গ্রস ভর্তির হার	১০৪.৯%		
২৪.	নীট ভর্তির হার	৯৭.৮১%		
২৫.	ঝরে পড়ার হার	১৭.২০%		
২৬.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার	৮২.৮০%		
২৭.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		
২৮.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পাসের হার	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		
২৯.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		
৩০.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর পাশের হার	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ সূচনা

জাতীয় উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রেখে চলছে। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রণীত সংবিধানে শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার মর্ম উপলব্ধি করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের নিকট একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তির প্রয়োজনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ হিসেবে এবং ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো একই সাথে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,০০০ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রয়াসে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে সরকার। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে এসডিজির লক্ষ্য পূরণে দৃঢ় প্রত্যয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য (SDG-4) হচ্ছে - "Ensure Inclusive and Earitable Quality Education and Promote Lifelong Learning for all." সে লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক (formal) এবং উপানুষ্ঠানিক (non-formal) শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী পথ-শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে যাচ্ছে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।

১.১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য নিম্নরূপ:

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

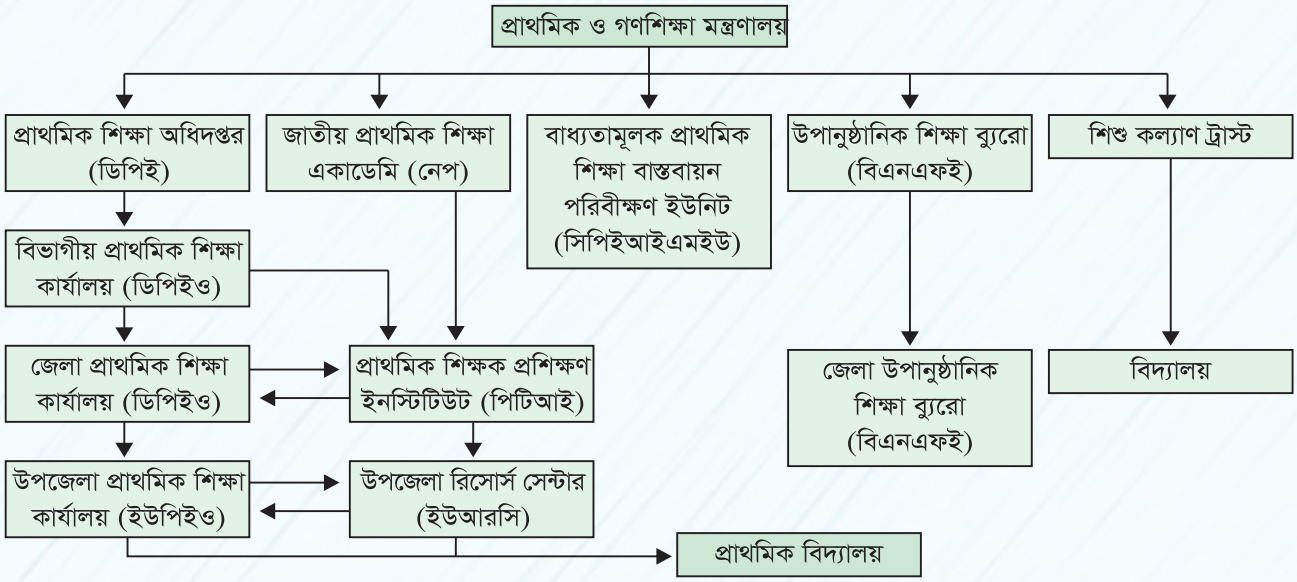

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

৫.০ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা:

বিগত ০২/০৭/১৯৮৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে 'পথকলি ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট' নামকরণ করা হয়।

৫.১ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) ভাগ্যাহত, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) ছাত্রছাত্রীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুবিধার্থে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

৫.২ ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন:

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার সুবিধার্থে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণা-লয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী- ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকারবলে) এবং অন্যান্য চারজন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৫.৩ ট্রাস্টের জনবল:

(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারি পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিদ্যামান।

৫.৪ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ:

(ক) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়: ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে অনুমোদিত ৯টি (কাপ্তানবাজার, ফতুল্লা-নারায়ণগঞ্জ, রাজৈর-মাদারীপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও উপশহর-যশোর) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে ৩২,৬৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

(খ) শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা: ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৫৮ জন শিক্ষক ও ২১৬ জন কর্মচারীসহ মোট ১১৭৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

(গ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৩টি নিজস্ব ভবনে, ৭৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে, ৩৫টি ভাড়া ভবনে এবং ১৪টি অন্যান্য স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনাসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(ঘ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিভাগভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা :

ক্রমিক	বিভাগের নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১	ঢাকা	৬৫
২	ময়মনসিংহ	১৪
৩	বরিশাল	২৫
৪	চট্টগ্রাম	১১
৫	সিলেট	০৫
৬	রাজশাহী	২২
৭	রংপুর	৪৭ (মহামান্য হাইকোর্টে রিট নং-৬৮৬/২০১৭ দায়ের হওয়ায় বর্তমানে একটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন নাই।)
৮	খুলনা	১৬
		২০৫

৫.৫ ট্রাস্ট বৃত্তি কার্যক্রম:

(ক) প্রতিবছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিসুবিধা ভোগ করে থাকে।

(খ) মেধা কোটায় মাসিক ৭০০ টাকা ও সাধারণ কোটায় মাসিক ৬০০ টাকা হারে বৃত্তির অর্থ তাদের অভিভাবকের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫.৬ সমাপনী পরীক্ষা:

(ক) বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

৫.৭ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি:

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টভুক্ত ২০৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বান্দরবান জেলা, রাঙ্গামাটি জেলা ও ঢাকা মহানগরীর ২৫টিসহ মোট ২৭টি বিদ্যালয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় ১১ সদস্যবিশিষ্ট বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি দ্বারা এবং অবশিষ্ট ১৭৮টি বিদ্যালয়ে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ ৮ সদস্যের বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি (এসএমসি) দ্বারা বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৫.৮ ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ:

(ক) ট্রাস্টের মূলধনের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের সংস্কার মেরামত, আসবাবপত্র ও বিদ্যালয়সমূহের মাসিক আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানো হয়।

(খ) ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরি খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।

৫.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী, শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসতি ও বস্তি এলাকায় শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু-কিশোরদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

৫.১০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ট্রাস্টের কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ, গরিব ও পথশিশুদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে শতভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগ অর্জনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

(২) করোনাকালে সকল শিক্ষককে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বসে পাঠ গ্রহণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান;

(৩) সকল শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণের জন্য 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ, গুগল মিটে অংশগ্রহণকরণের মাধ্যমে করোনাজনিত বিদ্যালয় বন্ধকালীন পাঠগ্রহণ কার্যক্রমে সহযোগিতাকরণ;

(৪) 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০২০' প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত;

(৫) 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২০' প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত;

(৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র সরবরাহকরণ;

(৮) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে (হিসাবরক্ষক) পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;

(৯) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তর ও শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রাখা;

(১০) 'শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন নীতিমালা ২০২০' প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত;

(১১) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;

(১২) সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনয়ন;

(১৪) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মকরত শিক্ষকদের ১৩তম গ্রেড বাস্তবায়ন;

(১৫) করোনাকালীন বিদ্যালয়ের শিখন কার্যক্রম চলমান এবং মনিটরিংকরণ;

(১৬) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্নকরণ;
(১৭) শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের মধ্যে কোভিড-১৯ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৫.১১ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম:

(১) ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ২০২০ সালের বৃত্তির অর্থ ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত ৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তির অর্থ ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিশোধ করা হবে।
(২) কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০-২১ সালের বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম বৃত্তি স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের আলোকে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.১২ সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি:

ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় মাসিক ১৫০ টাকা হারে উপবৃত্তি (বার্ষিক পোশাকভাতাসহ) সুবিধা ভোগ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে উপবৃত্তির সুবিধাভোগকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩২,১৫০ জন।

৫.১৩ অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

২০১৯-২০ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	ভ্যাট (৬% ও ৭.৫%)	সর্বমোট (ভ্যাটসহ)	মন্তব্য
১.০	সেমি পাকা ভবন নির্মাণ/নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ/পুরাতন ভবন সংস্কার/ মেরামত কার্যক্রম	০৬	২২.০০	১.৩২	২৩.৩২	
২.০	আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ	০৬	৩.০৫	০.২২৮৭৫	৩.২৭৮৭৫	
		সর্বমোট	২৫.০৫	১.৫৪৮৭৫	২৬.৫৯৮৭৫	

৫.১৪ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

১.১ :ট্রাস্ট দপ্তর পরিচালনার মূলধন তহবিল : ২৫,৮১,৭৫,৯১৮.১৭/-
১.২ : মূলধন তহবিলের মুনাফা হতে দপ্তর পরিচালনা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ১,৫৩,৭০,৪৩৯/-
১.৩ : মূলধন তহবিল হতে দপ্তর পরিচালনা বাবদ ব্যয় : ৫৪,২৪,১৬৩/-

২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি পরিচালনার মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

২.১ : বৃত্তি পরিচালনা মূলধন তহবিল : ১৪,১৮,৩৭,৩৬৬/-
২.২ : মূলধন তহবিলের মুনাফা হতে বৃত্তি প্রদান বাবদ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ৩২,৩০,০০০/-
২.৩ : মূলধন তহবিলের মুনাফা হতে বৃত্তির অর্থ প্রদান বাবদ ব্যয় : ৩২,২৯,২০০/-

৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরি খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

৩.১ : সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ : ৩৭,৫০,০০,০০০/-
৩.২ : বাজেটের ব্যয় : ৩৪,৩৫,৭৮,০০০/-

৫.১৫ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে ওয়েবসাইট সার্বক্ষণিক হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।
(২) প্রশিক্ষণ প্রদান: দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ই-নথি, জাতীয় শুদ্ধাচার, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ সরকারি পিটিআই এর মাধ্যমে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও ডিপিএড/সিইনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
(৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা: ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ০১/০৪/২০২১ তারিখে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৭১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(৫) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।